যুগান্তর

তারিখ ২9 SEP 2013
পৃঃ ৪ কলাম ৭

৪ সম্পাদকীয়

বিশ্ববিদ্যালয়ে দুর্নীতিবিরোধী অভিযান

শিক্ষার্থীরা যাতে কোনোরকম ক্ষতির মুখে না পড়ে, সেদিকে বিশেষভাবে খেয়াল রাখা জরুরি

দেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অন্তত ১৬ ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতিতে জড়িত বলে জানা গেছে। এসব দুর্নীতির মধ্যে মোটা দাগে আর্থিক ও প্রশাসনিক বিষয় ছাড়াও রয়েছে বড় ধরনের একাডেমিক দুর্নীতি। এ অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে অভিযান পরিচালনার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তাকে আমরা সাধুবাদ জানাই। অভিযান পরিচালনার জন্য ইতিমধ্যে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন দুটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এর মধ্যে একটি কমিটি প্রাথমিকভাবে ৫০টি বিষয়ে খোঁজখবর নেবে। পরে আরেকটি কমিটি প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সার্বিক মান পর্যালোচনা শেষে গ্রেডিং করে দেবে। তবে অনিয়ম ও দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক কোনো ব্যবস্থা গ্রহণের আগে সেখানে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীরা যাতে কোনোরকম ক্ষতির মুখে না পড়ে, সেদিকে বিশেষভাবে খেয়াল রাখা জরুরি বলে মনে করি আমরা।

দেশের অধিকাংশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কেবল আর্থিক ও একাডেমিক কার্যক্রম নয়, সাধারণ প্রশাসনও চলছে বেআইনিভাবে। বিষয়টি উদ্বেগজনক। অভিযোগ রয়েছে, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অলাভজনক ও সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠানরূপে চলার কথা থাকলেও কৌশলে বোর্ড অব ট্রাস্টিজ (বিওটি) বা মালিক পক্ষ অনেকটা পারিবারিক প্রতিষ্ঠানের মতো সেগুলো চালাচ্ছে। বস্তুত এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মালিকপক্ষের খামখেয়ালিপনা ও ক্রীড়নকে পরিণত হওয়ায় দুর্নীতি ও অনিয়মের আখড়ায় পরিণত হয়েছে। দেশের অধিকাংশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত আইন ও বিধিবিধান না মানার বিষয়টি কোনোমতেই গ্রহণযোগ্য নয়। মালিকানা দ্বন্দ্ব থেকে শুরু করে নামকাওয়াস্তে পাঠদান, কোচিং সেন্টারের আদলে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা, ভাড়ায় শিক্ষক এনে জোড়াতালির ক্যাম্পাস পরিচালনা, সনদ বিক্রি, ক্যাম্পাস ও শাখা বিক্রিসহ এমনসব কীর্তিকলাপ চলছে— যা এক কথায় ভয়াবহ। উচ্চশিক্ষা নিয়ে দেশে এরকম নৈরাজ্য চলার খবরে উদ্বিগ্ন না হয়ে উপায় নেই।

বস্তুত জ্ঞান বিতরণের কাজটি এখন পরিণত হয়েছে বাণিজ্যের প্রধান উপকরণে। প্রাইভেট টিউশনি, কোচিং সেন্টার ইত্যাদির পর শিক্ষা-বাণিজ্যে সর্বশেষ যুক্ত হয়েছে দেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় নামধারী প্রতিষ্ঠানগুলো। এসব প্রতিষ্ঠানের কর্ণধাররা এক-একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে প্যাকেজ আওতায় জাতিকে জ্ঞান বিতরণের মহৎ কাজটি করে চলেছেন। অভিভাবকের যথেষ্ট আর্থিক সামর্থ্য না থাকলে এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রত্ব অর্জন করা যায় না। দেশে পাসের হার বেড়েছে। সেই সঙ্গে বেড়েছে শিক্ষার্থীর সংখ্যাও। তবে শিক্ষার্থী বৃদ্ধির অনুপাতে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়ানো সম্ভব হয়নি। এ সুযোগে অনেকেই কোচিং সেন্টারের আদলে বহুতল ভবনের একটি বা দুটি ফ্লোর ভাড়া নিয়ে রাতারাতি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে বাণিজ্যের পসরা খুলে বসেছে। দেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৭০টির বেশি হলেও স্থায়ী অবকাঠামো নির্মাণ করে পাঠদানের সদিচ্ছা দেখিয়েছে মাত্র কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়। অথচ বিশ্ববিদ্যালয় মানে হাজার-হাজার বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট কয়েকটি ক্লাসরুম নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারণা অনেক ব্যাপক। নিজস্ব ক্যাম্পাসের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক, পাঠাগার ও গবেষণাগারসহ সমন্বিত পাঠদানের জন্য আনুষঙ্গিক সবকিছুই একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকা প্রয়োজন। অথচ বিপণি বিতান, বাসস্ট্যান্ড, আবাসিক এলাকা, এমনকি শিল্প-কারখানার আশপাশের ভবনে গড়ে ওঠা দেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় না আছে বিষয়ভিত্তিক প্রয়োজনীয় শিক্ষক, না আছে জ্ঞানচর্চার মুক্ত পরিবেশ ও সুযোগ। বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবিদার প্রতিষ্ঠানগুলো চটকদার বিজ্ঞাপন আর নানা কৌশলের আড়ালে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে গলা কাটা ফি আদায় করে যে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে, তাতে প্রকৃত শিক্ষার আলোয় আলোকিত মানুষ গড়ে তোলার বিষয়টি পুরোপুরি উপেক্ষিত। দুঃখজনক হল, এক্ষেত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ইউজিসির ভূমিকা মোটেই সন্তোষজনক নয়। দেশের আর দশটা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান যেভাবে চলে, একই চিত্র যদি বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রেও বিরাজ করে, তবে দেশের উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে নৈরাজ্য সৃষ্টিকেই উৎসাহ দেয়া হবে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্নীতিবিরোধী অভিযানে এসব বিষয় মাথায় রাখা হবে আশা করি।